পাশকরা ছেলে !!

নাটক।

" অতঃ পরীক্ষা কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।
অজ্ঞাত হৃদয়েষ্বেবং বৈরী ভবতি সৌহৃদং ॥"

কালিদাস।

শ্রীদুর্গাচরণ রায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানির বহুবা[illegible]রস্থ ৩০৯ সংখ্যক ভবনে

বসু প্রেসে মুদ্রিত।

১৮৭৯।

মদগ্রজ

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় মহাশয়ের চরণ কমলে এই পুস্তক খানি ভক্ত্যুপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

দুর্গাচরণ.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

তারাপ্রসন্ন... ... ... কালেক্টরির সেরেস্তাদার।

কানাইলাল... ... ... ঐ জ্ঞাতি।

তুলশীরাম ... ... ঐ

রামদাস শর্ম্মা ... ... দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

কিশোরী মোহন ... ঐ পুত্র।

হরিদাস ... ... তারাপ্রসন্ন বাবুর জ্ঞাতি জামাতা।

নশীরাম ... ... বি, এ, ষ্টুডেণ্ট।

কাঙ্গালীদত্ত ... ... জনৈক কেরাণী।

বৈবাহিক ... ... ঐ বৈবাহিক।

ঘটকগণ, ডাকের পিয়ন, ভৃত্য ইত্যাদি।

স্ত্রী।

নগেন্দ্রবালা ... ... তারাপ্রসন্নের কন্যা।

ইন্দুবালা ... ... ঐ অডিকলম (সখী) হরিদাসের স্ত্রী।

রামমণি ... ... রামদাস শর্ম্মার স্ত্রী।

বিন্ধ্যবাসিনী ... ... কানাইলালের স্ত্রী।

প্রতিবাসিনী বালিকাদ্বয়, দাসী ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপন।

আমার " পাশকরা ছেলে " আজ বাজারে জাহির করিলাম। ইহার দর খুব শস্তা, এমন কি ইহা অপেক্ষা শস্তা আর পাবেন না। পাশকরার যে গুণ তাহা উহাতেও আছে। আমার পাশকরা ছেলে পিতাকে don't care করে। সে আমাকে কলঙ্ক-সমুদ্রে নিমগ্ন করিবে জানিয়াও ভদ্র সমাজে ইস্তাহার দিতে বাধ্য হইলাম। এখন আমার অদৃষ্ট ও পাঠক মহাশয়গণের হাতযশ :—

ফল কথা, এমন শস্তা দরের পাশকরা ছেলে আর পাবেন না। কিমধিকমিতি।

জামালপুর।
১০ই শ্রাবণ, ১২৮৬। } শ্রীদুর্গাচরণ রায়।

পাশকরা ছেলে !!

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারানসী তারাপ্রসন্নের বসিবার ঘর।

তারাপ্রসন্ন, তুলশীরাম এবং কানাইলাল আসীন।

তুলশী। আর কোন সমাচার পেলেন ?

তারা। ঘটক কাল সবে গেছে এর মধ্যে কি করে সমাচার পাব ? দেখ তুলশী, মেয়েটী বড় হওয়ায় বড়ই ভাবিত আছি। নগেন্দ্রবালার মুখ পানে চাইলে পেটে ভাত যায় না, গলার জল তলায় না। কি করবো চেষ্টারতো ক্রটি কচ্চিনে যেখানে পাশ্‌করা ছেলে আছে শুনচি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে লোক পাঠাচ্চি, কিন্তু কোন স্থানে আর যোগাযোগ হয়ে উট্‌চে না,—এত চায় যে, আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়।

তুলশী। আপ্‌নি পাশ্‌করা বলে ক্ষেপেছেন তার হবে। কি, আমার বিবেচনায় ১০।২০ টাকা এনে নিয়ে থাচ্চে এমন একটী কেরা-নীকে মেয়ে দেন যে, মেয়েও সুখে থাক্‌বে আর বাজার খরচ কমে যাবে।

কানাই। আহা, তুলশী তুমি বড় অন্যায় অন্যায় কথা বল্‌চো, যে ছেলেদের পেটে মা সরস্বতী বিরাজ কর্‌চেন তাদের খাজারদর কখন কি কমে? "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

তারা। তুলশী, তুমি যা বল্লে সত্য, কিন্তু কেরানীকে দিলে সে মেয়ে যে পরে সুখী হবে সে আশয়ে একপ্রকার জলাঞ্জলিদিতে হয়, কারণ কেরানীগিরি করে কে কবে উন্নতি কর্‌তে পেরেচে বল? পাশ্‌করাকে মেয়ে দিলে মনে এমন একটা আশা থাকে ঐ ছেলে পরে একজন উকীল হতে পারবে, যদিই তা না হয় স্কুল মাষ্টারি করেও দুটাকা আন্‌তে পার্‌বে।

তুলশী। দেওয়ানের ছেলের সঙ্গে যে সম্বন্ধ হচ্ছিল তার কি হলো?

তারা। দেওয়ানজী নিতান্ত ছোটলোক। তাঁর ছেলেগুলিও কাফ্রিবিশেষ, গুণেও কেউ কম নয়—সকল গুলিই প্রায় মদ্যপান করে, মুরগী খায়, আবার কখন কখন পৈতে ফেলে ব্রাহ্ম হয়। মধ্যে ছেলেগুলো বিধবা বোনের বে দেবে বলে নেচে উঠেছিল। আমি এসমস্ত না জানাতেই সম্বন্ধ কর্‌তে গিইছিলাম। দেওয়ানজী লোকটা এমনি অভদ্র, দুবৎসর আমাকে কথা দিয়ে রেখে শেষে ছেলে বিয়ে পাশ না করে বিয়ে কর্‌বে না বলে সম্বন্ধটী ভেঙ্গে দেয় কিন্তু এখন শুনচি এলে ফেল হয়ে বিয়ে করেচে। এত যদি মনে ছিল নাহক আমার আদমণ সন্দেশ খেয়ে গেল কেন?

কানাই। আহা! গুণ থাক্‌লে কি পড়ে থাকে, লোকে আপনা হতে সর্ব্বস্ব দিয়েও নিয়ে যায়। পাশ্‌করা ছেলে জামাই করা কি সহজ ভাগ্যের কথা না সকলের ভাগ্যে ঘটে উঠে। ঈশ্বর তাকে যে গুণ দিয়েচেন কে টের পেয়ে গুণের মত দান করায় কাজেই বে হয়ে গিয়েচে।

তুলশী। (তারাপ্রসন্নের প্রতি) আপনার আদমণ সন্দেশ খেয়েগেল কেমন করে?

তারা। দেওয়ানজীর সাতপুত্র, যেটীর সহিত সম্বন্ধ করি সেটী সর্ব্ব কনিষ্ঠ। ঐ সাতভেয়েরা বাসায় জল খাবারের অপ্রতুল হলেই মেয়ে দেখবার ছল করে আমার এখানে আস্‌তো। ভদ্রলোকের বাড়ী ভদ্রলোক এলেই জল না খাইয়ে বিদায় করা যায় না, কাজেই আমার কতকগুলি সন্দেশ মাহক খরচ হয়েচে।

তুলশী। নশীর সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছিল তার কি হলো?

তারা। ওদের কথাও বলোনা, প্রথমতঃ ছেলে এলে পাশ বলে সর্ব্বস্ব লবার একটা ফর্দ্দ দেয় তাতে সম্মত হই। শেষে বলে পাঠায় "ছেলে নিজে দেখে বে করবে" বেশ তাতেও অসম্মত নই। শেষে একদিন আমরা সকলে অফিসে গিইছি এমন সময় ছোঁড়া বেটা এসে বলে "মেয়ে দেখাও।" সত্যি এতো আর ময়রার দোকান নয় মেয়েরা রাজী হয় নি। এতেই বাবু বাড়ী গিয়ে রেগে বলেচেন "নাহি বে করেঙ্গা, আমায় কি না বাড়ী নিয়ে গিয়ে অপমান করে।"

কানাই। আহা! গুণ হয়েচে কি না।

তারা। এইটে বুঝি গুণ হলো?

কানাই। গুণ নয়, ওরা পাশ করেছে, ইংরেজী শিখেছে, ইংরেজী ধরণে না চল্লে শোভা হবে কেন?

তারা। তা বলে কি ইংরেজী ধরণের কোর্টসিপ চালাতে হবে নাকি? আপনি বেশ জান্‌বেন কস্মিন্ কালেও আমি সম্মত হব না।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। নশী বাবু এসেছেন।

তারা। সোজা পথ দিয়ে ফিরে যেতে বল্‌গে।

তুলশী। এসেছে যখন একবার মেয়ে দেখাতেই বা দোষ কি?

তারা। (চিন্তাপূর্ব্বক) তবে ডেকে আন।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কেবল তোমার কথাতে আস্‌তে দিচ্চি নচেৎ ওর উপর আমার এমনি অশ্রদ্ধা হয়েছে যে, মুখ দর্শন করতেও ইচ্ছা নাই।

(ভৃত্যের সহিত নশীরামের প্রবেশ।)

(ভৃত্যের প্রতি) একবার তোমার দিদি বাবুকে ডেকে আন।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কানাই। নশীবাবু উত্তম বালক হয়েচেন, আমার গঙ্গারামের সহিত এঁর বড় সদ্ভাব।

নশী। উত্তম আর কি হইচি মহাশয়, সবে এলে দিয়ে বিয়ে পড়চি। গঙ্গারাম বাবুর সহিত আমার কলকেতায় দেখা হইছিলো ভাল আছেন, ভাল লিখতে পারেন নি বলে বাড়ী এলেন না, পরীক্ষার রেজল্ট দেখে বাড়ী আস্‌বেন।

কানাই। গঙ্গারাম অবশ্যই পাশ হবে, এনট্রান্সের সময় অমনি ভাল লিখতে পারেনি কিন্তু শেষে পাশ হয়ে জলপানি নেয়। তার মনের সাধ কি জান নশী বাবু, পৃথিবীর মধ্যে সকলের উচ্চ হয়ে পাশ্‌ হয়, কাজেই তেমনি লিখতে না পারায় দুঃখিত আছে। ওর হাতের লেখাটা কিছু জলদ আসে না, কাজেই অল্প সময়ে সব গুলি ভাল করে লিখে উঠতে পারে না। তবে পাশ যে নিশ্চয় হবে আমি লিখে দিতে পারি। (স্বগত) যদি ফেল হয় বড় মস্কিল হবে হাজার হাজার সম্বন্ধ আসছে। তাই বা ভাবি কেন, অকূলের কাণ্ডারী যিনি তিনিই দয়া করবেন; অবশ্যই সে জয়লাভ করে বাড়ী আসবে।

(ভৃত্যের সহিত নগেন্দ্রবালার প্রবেশ।)

তারা। এইটী আমার কন্যা।

নশী। কিঞ্চিৎ পরীক্ষা করতে পারি?

তারা। অনায়াসে, ওকে আমি নিজে পড়াই।

নশী। (নগেন্দ্রবালার প্রতি) তোমার নাম কি?

নগে। আমার নাম নগেন্দ্র বালা।

নশী। (নিজের উরুতে চপেটাঘাত পূর্ব্বক) ছিঃ! ছিঃ! একেবারে জন্তু করে রেখেচেন, নাম পর্য্যন্ত বল্‌তে শেখান নি?

তুলশী। (সবিস্ময়ে) আবার নাম কি প্রকার বল্‌বে?

নশী। বর্ত্তমান প্রথা অনুসারে বল্‌তে হয়,—আমার নাম শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুখোপাধ্যায়। ভাল, বল দেখি বর্ত্তমান গবর্ণরের নাম কি!

নগে। আমি জানি নে।

নশী। আপনারা নিউজপেপার পড়্‌তে দেন না বটে?

তারা। (সরোষে) বড় অন্যায় ও সব প্রশ্নের উত্তর জান্‌বে কেমন করে?

নশী। রাগ করবেন না, রাজ প্রতিনিধির নাম বঙ্গবাসী মাত্রেরই শিরায় শিরায় অঙ্কিত করে রাখা কর্ত্তব্য। (নগেন্দ্রের প্রতি) আচ্ছা ইংলণ্ডে কোথা দিয়া যেতে হয়?

তারা। নগেন, তুই বাড়ীর ভিতর যা।

ভৃত্য। দিদি বাবু, বাড়ীর ভেতর এস, এক্সাহাম দেবার দরকার নেই, জামাই বাবু তোমাকে চাকরী করে এনে দেবেন বই তুমি কিছু চাকরী করবেনা।

[ভৃত্যের সহিত নগেন্দ্রবালার প্রস্থান।

তারা। ও জিওগ্রাফী কি করে জান্‌বে?

নশী। না জানাতেইতো দেশ উৎসন্ন যাচ্চে, পথ ঘাট না চিন্‌লে কি ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়? আমি একণে যাই, বিবেচনা করে আপনাকে লিখবো। (স্বগত) যে খোকা মেয়ে প্রাণ থাক্‌তেত বে কর্‌বো না।

[প্রস্থান।

তুলশী। এরাই বুঝি পাশ করা ছেলে?

তারা। মাগীরে যেমন্‌ নশী নশী করে হেদিয়ে মরে, গুণ গুলো বলে আসিগে। মেয়ে কেটে খণ্ড খণ্ড করে জলে ভাসাবো তবু অমন পাত্রে দেবো না। (উত্থান)

(ব্যগ্রতার সহিত কাঙ্গালি দত্তের প্রবেশ।)

কাঙ্গালি। (দ্রুত যাইয়া তারাপ্রসন্নের পদধারণ পূর্ব্বক) কর্ত্তা,

দোহাই কর্ত্তা, হয় আমাকে রক্ষা করুন, না হয় মেরে ফেলুন আপদ চুকে যাক্। (মাথা কোটা)

তারা। (সবিস্ময়ে) হয়েছে কি?

কাঙ্গা। সব চায় কর্ত্তা সব চায়, ঘটক বেটা আমার ঠাঁই এত চাচ্চে যে সর্ব্বস্ব দিয়েও কুলায় না, আপনিই আমাকে দেশ থেকে এনেছেন এখন আপনিই আমার যা হয় করুন। (মাথা কোটা)

তারা। তুমি কি পাগল হয়েচো? কি হয়েচে ভেঙ্গে না বল্লে বুঝবো কেমন করে।

কাঙ্গা। পাগলই হইচি বটে, আমাকে যে পাগল করে তুলেছে। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করযোড়ে) কি হয়েছে শুনুন কর্ত্তা, কি হয়েছে শুনুন—আপনি জানেন আমি চারটে মেয়ে পার করতে দেনায় ডুবে আছি, যা রোজগার করি পেটে না খেয়ে সুদ গুণি। এখন আমার পেটমোটা ছোট মেয়েটা যার নাম রক্ষাকালী বিবাহের বয়েস ছাপিয়ে উঠেছে, তবু সেটার কাট কাট গঠন বলে চোদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত চাপা দিয়ে রেখেছিলাম আর যে পারিনে কর্ত্তা (পদতলে পড়িয়া মাথা কুটন।

তারা। বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে বেশ, সম্বন্ধ করে দেব—

কাঙ্গা। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করযোড়ে) শুনুন কর্ত্তা, সেইটের সম্বন্ধ করতে গিয়েইতো বিপদ ঘটেছে, তখন কি জানি খুদে পাশ্‌-করাছেলে আন্‌তে এমন বিপদ ঘটবে। হয়েছে কি জানেন, ছেলেটা মাইনর পাশকরা শুনে সম্বন্ধ করতে গিইছিলাম, এখন ছেলের বাপ এসে কত কি চাচ্চে। আমি যাই তাকে বলেছি "অত দিয়ে আমার মেয়ের বিয়ে তোমার ছেলের সঙ্গে দিতে পারবো না অন্যত্র সম্বন্ধ করগে" অমনি আমাকে মারতে এলো, আর বল্লে দুরাচার কায়েত-ঘরে জন্মে অকায়েতী কথা কস্, তুই জানিস তোর জন্যে আমি নবাব বাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গেছি, এখন যা যা চেইচি দিবি কিনা বল, নইলে তোর নামে খেসারতের দাবিতে নালিশ্ করবো। তাতে আমি

তাকে বল্লাম "তাই করগে" শুনে সে বলে "বটে আগেই গিয়ে নালিশ করবো, র আগে তোর বুকে বসে চোদ্দ বৎসর দাড়ি ওপড়াই" বলে, আর যে দোর ছেড়ে ওঠে না কর্ত্তা।

তুলশী। এ মন্দ বিপদ নয়, পুলিশে ধরিয়ে দেওগে না।

তারা। (চিন্তাপূর্ব্বক) শোন, যা যা চাচ্চে তাই দিতে সন্মত হয়ে, সম্বন্ধ করগে।

কাঙ্গা। সেকি কর্ত্তা, আমার যে দেনা সম্বল তাওতো আর পাবনা, সকলের কাছেই কিছু কিছু নিইচি।

তারা। তোমাকে যা বল্লাম করগে, আমি তার দায়ী।

কাঙ্গা। (সহর্ষে) যে, আজ্ঞে।

[একদিকে তারাপ্রসন্ন অপরদিকে কাঙ্গালি দত্তের প্রস্থান।

কানাই। তুলশী তোমার সঙ্গে আমার অনেক গোপনীয় কথা আছে তারা প্রসন্ন ঠাট্টা করে বলে বল্‌তে পারিনে। আমার গঙ্গারামের বের সম্বন্ধ জন্য চিঠিতে চিঠিতে আর ঘটকে ঘটকে বিরক্ত করে মারলে কি নেবো কোথায় দেব ঠিক করে উঠতে পারচি নে।

তুলশী। গঙ্গারাম থাড´ ডিভিজানে এনট্রান্স পাশ হয়েছে না?

কানাই। না, না, না, ফাষ্ট´ ডিভিজানে, ফাষ্ট´ ডিভিজানে, আবার ১৪৲ টাকা জলপানি পেয়েছে এমন ছেলে আজ কাল কি কেউ পায়?

তুলশী। তাইতো আপ্‌নি করচেন কি?

কানাই। "ফেল কড়ি মাখ তেল" আমার পেটে একখান মুখে একখান নেই সোজাসুজি একটা রেট বেঁধে দ্বারে নটকে দিইছি, লোকে সেই মত দিতে পারে আসুক কিন্তু তা কেউ করবে না, কেবল লিখছে "আমি গরিব যদি কম জম করে নিয়ে উদ্ধার করেন জাত মান বজায় থাকে।" দেখ তুলশী, অন্যায় দেখ, গরিবের উৎকৃষ্ট পাশকরা ছেলেতে সাধ কেন? বামণ হয়ে চাঁদে হাত কি সামান্য স্পর্দ্ধার কথা তুলশী? আবার কতকগুলো লোক যাদের সঙ্গে আমার সাতপুরুষে আলাপ

নাই, মামা, বেল্লো, শালা স্থবাদ ধরে সুপারিশ পত্রে লিখচে "ঐ খানেই দেবেন মেয়েটী দেখ্তে বেশ।" বেশ নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আসলের কথা নেই শুধু বেশ বল্লে কি প্রাণ ঠাণ্ডা হয়?

তুলশী। না, না, আপনি মেয়েটীর বে না দিয়ে ছেলের বে দেবেন না।

কানাই। আরে মেয়ের বের জন্যে ভাবিনে, আমিত আর পাশ-করা ছেলে আন্‌বোনা, একটা কেরানী ফেরানী ধরে দেব।

তুলশী। এ মতলব মন্দ নয়, কিন্তু গঙ্গারামের বেতে যেন ঠকবেন না, ছেলেটী দেখতে ভাল, একটা পাশ হয়ে আবার পড়ছে, তাতে আবার মা বাপ বর্ত্তমান, এমন ছেলে সহজে পাওয়া যায় না।

কানাই। হা, হা, হা, তাকি আমি জানিনে, তাতেই তো আচ্ছা হাঁক মেরেছি।

তুলশী। হাঁকটা একটু সামলে মারবেন যেন একেবারে ফেরার করা না হয়।

কানাই। তুলশী, মুখে বল্লাম বলে সত্যি সত্যি কি কাজে তাই করবো, আমারতো ধর্ম্ম ভয় আছে। ছেলের বেতে কি কি নেবো শুন্‌বে—বৌ মার মাথায় সোনার আঁব কাঁঠালের বাগান আর তাঁর চকে, কাণে, বুকে, পিঠে, কুঁচকি, কণ্ঠায় যত সোনা লাগবে এবং কোমর হতে পা পর্য্যন্ত রুপো দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আর আমার গঙ্গারামের দশ আঙ্গুলে দশ আংটী, সোনার ঘড়ি, সোনার চেন, রুপোর দানসামগ্রী, ডালখাট মায় মসারি, পড়ার খরচ মাসিক চোদ্দ টাকা এবং দুহাজার টাকা আয়ের একখানি তালুক যে দেবে তাকে ছেলে দেব, তার মনুষ্য জন্ম সার্থক হবে। একি বেশী চাওয়া হয়েচে তুলশী? আমিত আর মাগীদের মত চিক, কাণবালা, ফুল-ঝুমকো ইত্যাদি মস্ত একটা ফর্দ্দ দিচ্চিনে। সত্যি সত্যি একেবারে মেলা মোচড় দিলে পারে কোথা, আবারতো আমাকে ফুলশয্যা বলে মেয়ে টাকে কিছু দিতে হবে।

তুলসী। আপনার ফর্দ্দমত লোকে দিতে সম্মত হবে তো?

কানাই। না দিলে চলবে কেন, পাশকরা পাশকরা করে যে হাঁপয়ে মরে! আমার মত কেন কেরাণী কি দোজবরে ধরে রে দেক না, কি ঢাকা থেকে সস্তাদরে বাঙ্গাল আমদানী করুক না, আমিতো আর লোকের বাড়ী বাড়ী "বে দেবে গো বে দেবে গো" বলে, সেধে বেড়াচ্ছিনে, লোকেই সেধে আস্‌ছে, বলবো কি পত্রের মাশুল আর ঘটকের খাইখরচ যোগাতে আমাকে দেনা করতে হচ্চে।

তুলসী। তা হলে তো বড় অন্যায় হচ্চে, আপ্‌নি এক কাজ করতে পারেন?

কানাই। কি?

তুলসী। মিত্র কোম্পানীর দোকান হতে "বঙ্গবিজ্ঞাপনী" নামে একখান কাগচ বাহির হয় তাতেই বিজ্ঞাপন দেন যে,—আমার পুত্রের বয়েস এত, দেখ্‌তে এইরূপ, পোনেরো টাকা এস্‌কলারসিপ নিয়ে এলে পড়চে, ছেলের পিতা আমি স্বয়ং সস্ত্রীক বর্ত্তমান আছি, অতএব যদি কেহ জামাই করতে চাও কলিকাতার কোলুটোলার শূন্য নম্বর বাটীতে হারান বাবুর নিকট সন্ধান করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবে।

কানাই। তাতে হবে কি?

তুলসী। আপনার ফর্দ্দ হারান বাবু শুন্‌য়ে দেবেন, যদি কেহ সম্মত হয় আমাদিগকে তিনি লিখলেই সমস্ত ঠিক কর্‌বো, অথচ আপ্‌নি পত্রের মাশুল ও ঘটকের খাইখরচের হাত এড়াবেন। (স্বগত) কন্যাদায় গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকেও অনর্থক কষ্টপেয়ে ও খরচ করে এত দূরে আস্‌তে হবে না, হারান বাবু এদের খাই বেশী বলে সেই স্থান হতেই বিদায় করবেন।

কানাই। আচ্ছা ঐ মিত্র কোম্পানীর কাগচেতেবের ফর্দ্দটাও ছাপয়ে দিলে ভাল হয় না?

তুলসী। তা হলে বেশী খরচ পড়বে।

কানাই। খরচ কিসের?

তুলশী। তারা কি অমনি ছাপবে?

কানাই। তা পাশ্‌করা ছেলের বের বিষয়ে কোন্ লজ্জায় পয়সা নেবে? (চিন্তা) চল তোমাকে কর্জ্জ করে বিজ্ঞাপনের খরচের টাকা দিইগে—আমারতো আর ঘরের টাকা লাগবে না, বের সময় ধরে নেবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক!

ভেলুলগোত্র—রামদাস শর্ম্মার দাওয়া, রামদাসশর্ম্মা ও রামমণি আসীন।

রাম দা। ব্রাহ্মণি, তারাপ্রসন্ন বাবুর নাম শোনা আছে, অতি মহৎলোক। ছেলে চিরকাল সুখে থাকবে, তিনি কর্ম্ম কাজ করে দেবেন।

রামমণি। তোমার যত অন্যায় অন্যায় কথা কিশোরীর আমার যে গুণ হয়েচে লাট সাহেবের কাণে উঠ্‌লে নিজে এসে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে চাকরী করে দেবেন। শ্বশুরের চাকরী ও নেবে কেন? বাছা আমার কি হয়েছে একবার ভাব দেখি,—ও যে, পাশ্‌করাছেলে!

রাম দা। আমি বুড়ো হাবড়া হইচি এত বুঝি সুঝিনে, এখন তুমি পাড়ার মেয়েদের ডাক, তারা এসে এংরেজী ধরণের কতকগুলো গহনার নাম করে ঘটককে একটা ফর্দ্দ করে দেক।

রামমণি। তোমার সবই বেয়াকার, এংরেজী ধরণে কখন গহনা হয়? ভাল, সাহেব বিবিতো চকে দেখেচো—তাদের গায়ে কত সোনা দানা আছে বল দেখি?

(প্রতি বাসিনী বালিকাদ্বয়ের প্রবেশ।)

এস মা এস, আহা! কবে আমার বৌমা এসে তোমাদের সঙ্গে খেলা করে বেড়াবে মা?

১ম। সই মা, কিশোরী দাদার কোথায় সম্বন্ধ হচ্চে ?

রামমণি। আহা! মা, রাজেশ্বরী আজ আমার সয়ে বেঁচে থাক্‌লে তোর বয়সী হতো। (চক্ষে অঞ্চল দিয়ে রোদন)

রাম দা। ব্রাহ্মণি চুপকর,—শুভ কাজে কাঁদতে নেই।

রামমণি। (চক্ষু মুছিয়া) বারাণসীতে।

১ম। অত দূরে!

রামমণি। দূর কই বাছা, রেলগাড়ি হওয়ায়তো সবই সমান পথ। এখন কি কি গয়না নিয়ে তোর দাদার বে দেব তার একটা ফর্দ্দ করে দে মা।

২য়। তারা সমস্ত গয়না দেবে ?

রামমণি। তাবৎ—সোনা দিয়ে একেবারে মুড়ে দেবে। না দিলেই বা ছাড়বো কেন, তোর দাদা কি হয়েচে দেখ্‌চিসনে—ওযে পাশ্‌করা ছেলে!

১ম। (দ্বিতীয়ার প্রতি) দেখ ভাই, মাথায় জড়ওয়া ফুল, চিরুনী পানকাঁটা, প্রজাপতি আর গুঁজিকাটি চাই।

২য়। হ্যাঁলা, মুকুট নিবিনে ?

১ম। তা হলে ঘোমটা দেবার অসুবিধে হবে।

২য়। তোর যত ভাই আলাতনী কথা, ঘোমটা কি আর এখনকার কালে চলিত আছে। এখন ঘোমটা দিলে অসভ্য অশিক্ষিত বলে।

১ম। তবে একটা সোনার বাগান ধর। তারপর কাণের চাই কাণ ও তারসঙ্গে ফুলঝুমকো, কানবালা, এয়ারিং, চৌদানী, আটগণ্ডা মাকড়ী।

রাম দা। উঁহু, উঁহু, ভুলে গেলে—একযোড়া পাশা ?

রামমণি। তুমি চুপ কর, এখন কি সেকাল আছে পাশাতে মোনসার মত দেখায় বলে পাশা কানে দেওয়া উঠে গেছে। বল্‌ মা তোরা তারপর বল্‌ ?

১ম। গলায় চাই চিক, মুক্তোর সরস্বতীহার, আর লোকে পাঁচ সাত নল নেয় আমরা মুক্তোর পঁচিশ নল নেবো। হাতে চাই বালা, বাঁউড়ী, তাবিজ, তাগা, জসম, ডায়মনকাটা বাজু।

রামদা। উ হু, উঁহু, ভুলে গেলে—একযোড়া শাঁখা।

রামমণি। শাঁখাতে শাঁখচুন্নির মত দেখায় বলে শাঁখা হাতে দেওয়া উঠে গেছে। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি তুমি একটু চুপ কর। বল্‌মা তোরা?

১ম। সোনার চন্দ্রহার, ১৬ গাছা মল, গুজরি, পঞ্চম, পাঁইযোর, চুটকী, আঙ্গঠ।

(কিশোরীমোহনের প্রবেশ।)

কিশো। মা, তোমাদের কি হচ্চে?

রামমণি। ও বাবা, তোমার বের গয়নার ফর্দ্দ কচ্চি।

কিশো। আপনারা কি ক্ষেপেচেন, না যে ব্যক্তি সম্বন্ধ কর্‌তে পাঠিয়েছে সে ক্ষেপেচে? আমি নিজে খেতে পাইনে পরের বাড়ী ভাত রেঁধে কোন রকমে পড়া শুনা করি। রাঁদুনী বামুনের বে করা কি শোভা পায়?

রামমণি। ওকি যাদু, ও কথা কি বল্‌তে আছে বাপ, তুমি যে আমার কতগুণের হয়েচো মাণিক। তোমার গুণে যে, কাশী, কাঞ্চী, বারাণসী থেকে লোকে সেধে সেধে সম্বন্ধ কর্‌তে আস্‌ছে ধন। বাবা দুঃখ কি চিরকাল থাকে? আমি যে স্বপন দেখেচি তুমি আমার রাজা হয়েচো, আমি রাজার মা হয়ে রান্নাঘরে বসে মাচ ভাজচি, আর আমার মা লক্ষ্মী সর্ব্বাঙ্গে সোনা দানা পরে উঠানে ঝম্ ঝম্ করে বেড়াচ্চেন। বাবা, রাখাল থেকে কি রাজা হয় না?

কিশো। আপনি অন্যায় অন্যায় বকচেন, আমি বে করবো না।

রামদা। বে কর্‌বে কেন? লোকে সেধে সেধে মেয়ে দিতে আস্‌ছে কিনা বে করবে কেন? হায়! হায়! কালে কতই দেখলাম।

এককালে আমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে বে করেছি, আবার এককালে আমার ছেলে দেখচি অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা পেয়েও বে করতে চাচ্চে না। কিশোরী, দুঃখের কথা বলবো কি, তোর গর্ভধারিণীকে বে করতে আমায় বাগান, বাড়ী, ব্রহ্মোত্তর বেচে, গাছ তলায় কুঁড়ে বাঁধতে হইছিলো। আহা! মরে গেছে রামধন রায়, কি লোকটাই গেছে, তখন দানাপুরে কর্ম্ম করতেন। আমার দুঃখের কথা শুনে লেখেন ভট্‌চায্‌ তুমি কাচা পরে "মাতৃদায় উপস্থিত" বলে আমার কাছে এসো চাঁদা করে কিছু তুলে দেব। আমি সেই মত কাজ করে তবে মাথা দিয়ে থাকতে পাই। আর তুমি কিনা একটা পাশ্‌ বলে সর্ব্বস্ব পেয়েও বে করতে চাচ্চো না। যাহক বাবা, যখন না বুঝে ভদ্রলোককে কথা দিইচি দশ জনের কাছে মুখ হেট করো না।

কিশোরী। কথা দেওয়ার পূর্ব্বে আমার মত নেওয়া উচিত ছিল, যা ভাল বুঝেন করুন।

[প্রস্থান।

রামমণি। (বালিকাদ্বয়ের প্রতি) এসো মা, আমরা মাজের বাড়ীর ঠাকুরপোকে ঘটকের বাসায় পাঠ্‌য়ে কি কি দিতে হবে বলে পাঠাইগে। আর ছেলে দেখতে বলে আসিগে।

[রামদাস শর্ম্মার গৃহপ্রবেশ এবং রামমণির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালিকাদ্বয়ের উলু দিতে দিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—তারাপ্রসন্নের বসিবার ঘর।

নগেন্দ্রবালা।

নগে। হা বিধাতঃ! কেন আমাকে রমণী করে পাঠালে? পাঠালে পাঠালে বাঙ্গালা দেশে পাঠালে কেন? দেখ দেখি, বাবা আমার জন্যে কত কষ্ট পাচ্চেন? আমার জন্যে তাঁর চকে ঘুম নেই, পেটে ভাত নেই। তিনি যেখানে পাশ্‌করা ছেলে আছে শুনচেন, সর্ব্বস্ব দিয়ে আমার বে দেবার জন্যে লোক পাঠাচ্চেন। (চিন্তা) বাবার পয়সা আছে বলে পাচ্চেন কিন্তু যাদের পয়সা নেই তাদের দশা কি হবে!—আহা! কত গরিব পাঁচ সাতটী মেয়ে নিয়ে বিব্রত, কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে তাদের তো সর্ব্বস্বান্ত ও দোর দোর ভিক্ষা কর্‌তে হবে।—হা জগদীশ্বর! এ পোড়া মেয়ের সৃষ্টি কর্‌তে কে তোমায় শেখালে? যদিই সৃষ্টি কর্‌লে বিবাহ বিষয়ে এত কঠিন নিয়ম চালালে কেন? তোমার দোষ কি, নিয়ম করা মানুষের হাত, বাঙ্গালীরা নিজের দোষে মরেছে। কোন্ দেশে শুনেচি মেয়ে হলে মেরে ফেলে, হায়! হায়! কালে বাঙ্গালির ভাগ্যেও তাই ঘটবে—কালে বাঙ্গালিরাও বিবাহ ভয়ে সূতিকাঘরে নব বালাকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত হবে না। (চিন্তা)

(ইন্দুবালার প্রবেশ।)

ইন্দু। ও ভাই অডিকলম, তুমি এখানে বসে, আর আমি চারিদিকে খুঁজে খুঁজে মরচি। তুমি কি ভাই, বে হবে বলে নির্জ্জনে বসে ভবিষ্যতের সুখ ভেবে নিচ্চো?

নগে। ইন্দু, "নির্জ্জন" "ভবিষ্যৎ" তুই এসব সাধুভাষা কোথা শিখ্লি ?

ইন্দু। পাশ্‌করা প্রাণ নাথের কাছে।

নগে। ঐ সুখ টুকুই আছে।

ইন্দু। তুই ভাই পাশকরার উপর এত চটা কেন ? আমিত অন্ত-রের সহিত ভাল বাসি, আহা ! কত ইংরেজী বই অর্থ করে বুঝয়ে দেয়।

নগে। ওদের রসিকতা বয়ের ভেতরে আর খবরের কাগচের পাতায়। রসিকতার বোল হচ্চে "আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়"। একদল শিক্ষিত ব্রাহ্ম গুরুটাকে কোনঠেশা করে বড়ো রসিকতা কর্‌চেন। আর এক জন শিক্ষিত এটর্ণী, ভাগ্নীর সঙ্গে রসিকতা করে বিদ্যার পরিচয় দিয়েচেন।

ইন্দু। এখানে যে শীঘ্র একটী "সস্ত্রীক সংমিলনী" সভা হবে। ক্ষত পাশ্‌করা ছেলেরা মাগ সঙ্গে করে সভায় এসে বক্তৃতা কর্‌বে। নশীরাম এদলের হেড, আমার প্রাণকান্তও এর ভিতর আছেন।

নগে। এইবার ভাগলপুরের মেড়াগুলোকে গাঁয়ের লোকে লাথি ঝাটা মেরে গাঁছাড়া কর্‌বে।

ইন্দু। ভাগলপুরের মেড়া কারা ?

নগে। পাশ্‌করা ছেলেরা।

ইন্দু। কিসে ?

নগে। ভাগলপুরের মেড়াগুলো যেমন অধিক খায় কিন্তু লোম দেয় না, পাশ্‌করাছেলেরা তেম্নি টাকাখরচ করে বিদ্যা শিখে কিন্তু টাকা আনতে পারে না।

ইন্দু। তুমি পাশকরা ছেলের নিন্দে কর্‌চো তোমার বাবাতো পাশ্‌করা পাশ্‌করা করে হাঁপাচ্চেন।

নগে। দেশের সবলোকগুলাই বোকা, অজবোকা।

ইন্দু। কিসে ?

নগে। বোকা নয়, সর্ব্বস্ব খরচ করে পাশ্‌করাকে মেয়ে দেয় কিন্তু মেয়েটাকে জলে দিচ্চে কি স্থলে দিচ্চে সে বিষয়ে খোজ নেয় না। মেয়ে যদি, ঈশ্বর না করুন, বিধবা হয়, ছুটী ছুটী আলোচাল খেয়ে মাথা দিয়ে থাক্‌বার স্থান পাবে কি না সন্ধান নেয় না, তাদের আর কি বলে ভাই, বোকা নয় ?

ইন্দু। দেখ ভাই, বোধ করি বিধাতা আমাদের প্রতি নিতান্ত বাম।

নগে। তা আর একবার করে, নচেৎ এতদেশ থাক্‌তে বাঙ্গালির মেয়ে করে পাঠাবেন কেন ? যেদেশে কুলীনের উৎপাত্‌ কম্‌তে কম্‌তে পাশ্‌করার উৎপাত বাড়ে সে দেশে কেন্‌ দ পড়ে না।

ইন্দু। দেখ ভাই, কুলীনদের এত খাঁই ছিল না, তারা পৈতা বেচা ছু এক পয়সা পেলেই ক্ষান্ত হতো, পরিবারকে কষ্ট দিত বটে, কিন্তু পরিবারের বাপকে এমন দেউলে কর্‌তো না। এ দামোদরের পেট যে আর ভরে না।

নগে। তাই নিয়ে যদি হজম কর্‌তে পারে মন্দ বলিনে, তাতো পারে না ছুদিনেতে বেচে মেরে দেয়।

নেপথ্যে। তোমার সন্ধানে আর পাত্র আছে ?

নেপথ্যে। আর একটী আছে রাণাঘাটের কাছে।

নেপথ্যে। কি পাশ ?

নেপথ্যে। এলে পড়চে।

নেপথ্যে। চায় কি ?

নেপথ্যে। মিন্‌সের কোঁচায় আর মাগীর আঁচলে যত টাকা ধরে।

ইন্দু। ওঁরা বোধ করি এই ঘরে আস্‌চেন, চল বাড়ীর ভিতর যাই।

নগে। চল।

[একদিক দিয়া নগেন্দ্রবালা ও ইন্দুবালার প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া তারাপ্রসন্ন, তুলশীরাম, হরিদাস, ঘটক ও ষ্ট্যাম্প্ হস্তে কানাইলালের প্রবেশ।)

তারা। ভেলুলগোরেরা চায় কি ?

ঘটক। ছেলে মানুষ করে দিতে হবে আর বিবাহের খরচ হাজার টাকা এবং গহনার এই ফর্দ্দ দিয়েচে দেখুন। (ফর্দ্দ প্রদান)

(সকলের উপবেশন।)

তারা। (ফর্দ্দ দৃষ্টে হাস্যপূর্ব্বক) পাড়াগাঁয়েও বাঁউড়ী স্যুট ঢুকেছে। যাহাহউক পরীক্ষার ফল না দেখে এ বিষয়ের স্থির কর্‌চি নে।

হরি। পরীক্ষার ফলও আজ কাল বাহির হবে।

কানা। (স্বগত) হরি মুখ তুলে চেও, ঘটক আমার ঘরে বসে, যেন লোক হাসিয়ো না। যে চণ্ডী পাঠ করচি গঙ্গারাম আমার অবশ্যই জয়লাভ কর্‌বে।

হরি। (তারাপ্রসন্ন বাবুর প্রতি) আমার কাজ কর্ম্মের কি কর্‌লেন, আরতো বসে থাকা পোষায় না।

কানা। তাইতো বাপু, আজ কাল কর্ম্ম কাজ হওয়া বড় কঠিন হয়েচে। (চিন্তা) তুমি এক কাজ কর্‌তে পার ?

হরি। আজ্ঞে, করুন।

তারা। টেলিগ্রাপে দশ টাকা বেতনে প্রবেসনার কাজ কর্‌বে ? তুমি এন্‌ট্রান্স পাশ্ করেছ চেষ্টা কর্‌লে অনায়াসেই করে দিতে পারি। আজ কাল বাবা ঐ কাজেই যা সুখ আছে পট্ পট্ মাইনে বাড়ে।

হরি। যে আজ্ঞে সম্মত আছি।

(কাঙ্গালি দত্তের প্রবেশ।)

তারা। এস, কাঙ্গালী এস। বেখরচায় মেয়ে পার করে বেঁচেচোতো ?

কাঙ্গালী। বেঁচেচি বটে, কিন্তু তারা মেয়ে আট্‌কে রেখেচে।

আস্তে পাঠয়ে ছিলাম, তাতে বলে পাঠয়েছিল "যা যা চেইছিলাম যদি দেয় তবে মেয়ে পাঠাব।" তাতে আমি লিখে পাঠাই—"মেয়ে এনে আবারতো সেই খরচ পত্র করে পাঠাতে হবে, তার চেয়ে নয় একেবারেই পাঠিয়েছি, তাঁদের বৌ তাঁরা নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে ঘর কন্না করুন। আমার মেয়ে যখন স্বাধীন হবে তখন আপনিই আস্‌বে।"

তারা। (হাস্যপূর্ব্বক) বেস, শেয়াস্তমি খাটিয়েচো।

কাঙ্গালী। শেয়াস্তমি খাটিয়েছি বটে, কিন্তু তারা শুনচি প্রবঞ্চনা অপরাধে অপরাধী বলে আমার নামে নালিশ্ করবে আর যেখানে যত কায়েত আছে পত্র লিখে আমাকে সমাজচ্যুত করবে।

তারা। নালিশ করে, হাতযোড় করে হাকিমকে বলো "হুজুর বে কায়দায় পড়ে আমাকে প্রবঞ্চনা করতে হইছিল।"

তুলশী। হইছিল কি?

কাঙ্গালি। হইছিল কি, সেইতো কর্ত্তার পরামর্শে তারা যা যা চায় দিতে সম্মত হই। তারপর বের রাত্রে আমার নিকট গহনা চাইলে "আমাদের রাত্রে দিতে নেই প্রাতঃকালে দেব" বলে শুদ্ধ একগাছী লোহা হাতে দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করি। পরে প্রাতঃকালে যখন গহনা চায় হাতযোড় করে বলি—"আমি ছাপোষা লোক ঐ বিষয়টীতে মাপ করবেন।" তাতে তারা আমাকে "জুয়োচোর তুই আমাদের সঙ্গে যেমন নষ্টামি করলি তেমনি মেয়ে আটকে তোকে নাকের জলে চকের জলে করবো" বলে, গাল্ দিতে দিতে চলে গেল। এখন মেয়ে আটকে পেয়ে না উঠায় নালিশ্ করতে চাচ্চে।

তারা। নালিশ্ করে যা করতে পারে করে যেন। (কানাইলালের প্রতি) দাদার হাতে কি?

কানাই। ষ্ট্যাম্প।

তারা। হবে কি?

কানাই। বাঁশবেড়ে থেকে গঙ্গারামের সম্বন্ধ করতে এসেছে। এদের বেস্ পয়সা আছে এক দোগেছে তালুক হতেই দোল, দুর্গোৎ-

সব, বাবুয়ানা, সংসারখরচ, সব চলে, তালুকের আয় দুই হাজার টাকা সেই তালুক খানি আমি চাই, এই কাগচে লেখা পড়া করে নেবো।
(ষ্ট্যাম্প দর্শায়ন)

তুলশী। সে তালুক খানি দিলে তাদের থাক্‌বে কি, চলবেই বা কেমন করে ?

কানাই। তা জানিনে, মেয়ে জন্ম দেয় কেন ?

(পিয়নের প্রবেশ।)

[তারাপ্রসন্নের হস্তে গেজেট এবং কানাইলালের হস্তে পত্র প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান।

কানা। (পত্র উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিতে করিতে) হা ভগবান ! হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাংলে ?—ঘাটে এনে তরী ডোবালে ? তোমার মনে কি এই ছিল ! (পতন ও মূর্চ্ছা)

তারা। একি ! একি ! হরি শীঘ্র করে একঘটী জল আন বাবা।

[হরিদাসের প্রাস্থান।

তুলশী, দেখচো কি, বাতাস করো।

তুলশী। (কোঁচা দিয়ে ব্যজন।)

(ঘটী হস্তে হরিদাসের পুনঃ প্রবেশ ও কানাইলালের মুখে জল সেচন।)

কানা। (সংজ্ঞালাভ এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সরোদনে) ওরে এর চেয়ে গঙ্গা কেন মরে গেলনা ! (ক্ষিপ্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) তারাপ্রসন্ন, দে ভাই উড়ুনী খানা দে, একদিকে পালাই।

তারা। (হস্ত ধারণপূর্ব্বক) দাদা, হয়েছে কি ?

কানা। ভাইরে, ঘটক যে আমার ঘরে বসে, আমি কোন মুখে আর এমুখ দেখাব ? দে ভাই, শীঘ্র পালাই, উড়ুনী খানা দে।

তারা। আপনি অমন কচ্চেন কেন, হয়েছে কি, গঙ্গারাম কি ফেল হয়েচে ?

তুলশী। অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব, আপ্‌নি এত কাতর হচ্চেন কেন, চিঠী কখন সত্য হয়?

হরি। তার আর সন্দেহ কি, অনেক সময়ে গেজেটেও ভুল হয়ে থাকে।

কানাই। অ্যাঁ! অ্যাঁ। তাই কি হবে! তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, বল বাবা, তাই কি হবে, তোরা পাশ্‌করা, ঘাঁৎ ঘুঁৎ অনেক জানিস বল বাবা, তাহলে এখনো কোমোর বেঁধে ঘটকের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ করি।

তারা। তুলশী, তুমি ওঁকে বাড়ী রেখে এসো।

তুলশী। চলুন।

[কানাইলালের হস্তধারণ পূর্ব্বক তুলশীর প্রস্থান।

তারা। (গেজেট খুলিয়া) হরি, পরীক্ষার রেজল্ট বাহির হয়েছে, দেখ দেখি যেটী জামাই হবে পাশ্‌ হয়েছে কি না? (ঘটকের প্রতি) পড়ে কোথায়?

ঘটক। লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ।

হরি। (গেজেট দৃষ্টে পাঠ) ফার্ষ্টডিভিজন,—কালীভূষণ, দামোদর, মহানন্দ, লক্ষ্মী নারায়ণ, অতুলকৃষ্ণ, মধু সূদন, কালীপ্রসন্ন, অবিনাশ, যদুনাথ (জুনিয়ার) সুরেন্দ্রনাথ, ক্ষেত্রলাল, গিরীন্দ্র নারায়ণ, বাণীকান্ত, নগেন্দ্র কুমার, মহাদেব, নৃত্যগোপাল, পাঁচকড়ি। এতে নাম নেই। সেকেণ্ড ডিভিজন,—যদুনাথ (সিনিয়ার) বিপিনবিহারী, গিরিশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, গোপাল চন্দ্র, (জুনিয়ার) সতী প্রসাদ, যোগেন্দ্র নাথ, নরেন্দ্র নারায়ণ, রাজ কুমার, বিহারিলাল, আবদুল রহীম, এতেও নাম নাই। থার্ডডিভিজন,—প্রিয়নাথ, কেদার নাথ, গণপতি, আশুতোষ, বীরনৃসিংহ, গুরুদাস, ধর্ম্মদাস, রমণচন্দ্র, উইলিয়ম ডেভিড, এতেও নাম নেই ফেল হয়েছে।

তারা। (ঘটকের প্রতি) দ্যাখ, যখন ফেল হয়েচে তখন আর

দর কি, তুমি ভেলুলগোরে পত্র লেখ সিকি নিয়ে সম্মত হলে রাজী আছি।

ঘটক। যে, আজ্ঞে।

নেপথ্যে। ক্রন্দন ধ্বনি।

তারা। ওকি! গঙ্গারাম ফেল হওয়ায় বৌ বোধ করি কাঁদচেন। চল আমরা শান্তনা করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী কানাইলালের বাটী।

কানাইলাল ও তুলশী উপবিষ্ট দূরে ধূলি শয্যায় বিন্ধ্যবাসিনী।

বিন্ধ্য। (বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে সরোদনে) ওমা, আমার কি হলো! মরণ কেন হলোনারে, মরণ কেন হলোনা!—আর আমি দেবতা বামুণ মানবো না, আর আমি দুর্গা কালীকে ডাকবো না, হরি এই কল্লেন! দুর্গা কালীকে ডেকে এই হলো! মাগো, বুক ফেটে যায়।—(কপালে আঘাত) আমি যে, আশাতে স্বর্গে উঠছিলাম,— আমি যে আশাতে তালুকদারের মাগ হচ্ছিলাম, হায়! হায়! কপালরে—

কানা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) গঙ্গা, গুয়োটা এখন জানলাম তুই মন দিয়ে পড়তিস নে, এখন জানলাম তুই বার চটক দিয়ে কেবল এয়ারকি দিতিস, নইলে এত ছেলে পাশহলো তুই কেবল ফেল হলি? তুলশী, এ ষ্ট্যাম্পখান ফেরত নেবে তো? (দর্শায়ন)

(তারাপ্রসন্ন ও হরিদাসের প্রবেশ।)

তারা। বৌ, কি হয়েছে? এত কাঁদছো কেন।

বিন্ধ্য। ঠাকুরপো (সরোদনে) কপাল পুড়েছে গঙ্গারাম আমার ফেল হয়েছে। ঠাকুরপো, ভাই, আমি যে কত আশা করেছিলাম শেষে কি এই হলো ? (বুক চাপড়াইয়া) আমার মরণ কেন হলোনারে, মরণ কেন হলোনা !

হরি। আপনার দুঃখ করা অন্যায়, একজামিনারদের দোষে কত ভাল ছেলে ফেল হয়। সময় যত নিকট হয়ে আসে ভাল করে কাগচ দেখে উঠতে পারে না, কাজেই আবার মন্দ ছেলেরাও পাশ হয়।

বিন্ধ্য। (আঙ্গুল মটকাইয়া) তাঁরা গোল্লায় যান, গোল্লায় যান, আমার মন্দ করে তাঁদের কখনো ভাল হবে না।

কানা। তারাপ্রসন্ন ভাই, দেখলে আমাকে পালাতে দিলে না, এখন যদি ঘটক এসে পড়ে কি করে মুখ দেখাবো ? হায় ! হায় ! হাতের ষ্টাম্প হাতে রইলো লিখতে আর হলো না।

হরি। আপনি কাতর হবেন না, আবার পড়ান্ ভাল হয়ে পাশ হবে।

কানা। হরি, আর কি করে পড়াব বাবা, ও যাই জলপানি পেয়ে নিজের খরচ নিজে চালাচ্ছিল তাই পড়া হচ্ছিল।

তুলসী। আপনাকে আমি দুশোদিন বলেছি একজামিনের আগে বে দিয়ে ফেলুন, আমার কথা শুন্‌লে এত কাঁদতে হতো না।

কানাই। তুলশী, তোমার যত অন্যায় অন্যায় কথা,—শালারা কি পৌষ মাস না দেখে বে দিতে চেইছিলো ?

তারা। ঠিক কথা, এখনকার লোকগুলোও সেয়েনা হয়েচে, কেবল আমার রায়েদের বাড়ীর দাদারা যে বোকা সেই বোকা আছেন, বোনের বে দিলেন দিলেন পৌষ মাসটা দেখে দিলে অনর্থক চ্যোন ঘড়ি লাগতো না।

নেপথ্যে। কানাই বাবু বাড়ী আছেন ?

কানা। (ব্যগ্রতার সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) তুলশী বল ভাই, বাড়ী নেই। সারলেরে ! যা ভাবছিলাম তাই হলো।

তারা। কেও?

কানাই। ঘটক, তারাপ্রসন্ন ভাই, পালাতে দিলে না, এখন কি করে মুখ দেখাবো?

তুলশী। (উচ্চৈঃস্বরে) আসুন, বাড়ীর ভিতর আসুন।

কানা। ওকি! অ্যাঁ! সারলে? (উচ্চৈঃস্বরে) না, না, না, বাড়ী নেই। (পলাইতে উদ্যত)

তুলশী। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) কোথা?

কানা। ঘরের ভিতর লুকুই গে, এমুখ দেখাতে পারবো না,— আমি যে কত চেইচি।

(ঘটকের প্রবেশ।)

কানা। (মুখ ফিরাইয়া উপবেশন)

ঘটক। হয়েছে কি?

তারা। গঙ্গারাম ফেল হয়েছে।

ঘটক। সে জন্যে এত দুঃখ কেন?—এত কান্নাকাটীই বা কেন? না হয় আসছে বৎসর পাশ হবে, আমরাতো ছেলে মানুষ করে দিতেই চাচ্চি। তবে গহনার যে ফর্দ্দ দেওয়া হয়েছে—ফেল হওয়ার জন্যে বলচি মনে করবেন না, বড় বাবুর বড় মেয়েকে ঠিক অমনি করে সাজিয়ে দেওয়া হইছিলো, কিন্তু মেয়েটী অসময়ে বিধবা হওয়ায় বাবুরা প্রতিজ্ঞা করেচেন—বের কনেকে আর অমন করে সাজিয়ে দেবেন না।

বিন্ধ্য। ওগো, এখন তোমরা ওকথাতো বলবেই গো তোমা-দেরই দিন পড়েচে।

ঘটক। আর একটী কথা,—নাভিকুণ্ডের নিম্নদেশে সোনা দেওয়া বাবুদের বংশাবলীতে নিষেধ, সেটীও হবে না।

বিন্ধ্য। ওমা, এখন কত নোতুন কথা শুনতে হলো গো! কপালরে!

ঘটক। আপনারা দুঃখিত হবেন না, পরে সব পাবেন মত হয়তো বলুন ফাল্গুণ মাসে বে দেবার যোগাড় দেখি।

বিন্ধ্য। যখন কথা দিইচি ঐ খানেই বে দেবো, তবে দেওয়া থোয়া তোমাদের ধর্ম্ম, তোমাদের হাত।

ঘটক। কানাই বাবু, আপনার মত কি? আপনি পরে সব পাবেন।

কানা। কি বলবো আর ঘটকরাজ, তবে কথা দিয়ে আর ফেরাবোনা ঐ খানেই বে দেব। চাবার কি আর মুখ আছে? আহা! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ)

ঘটক। তবে এক্ষণে আমি যাই।

[প্রস্থান।

তারা। (স্বগত) দাদার মত ভেলুলগোরেরা নরম হলে বাঁচা যায়, হবারও খুব সম্ভাবনা, যখন ফেল হয়েছে তখন আর দর কি? (প্রকাশ্যে) বৌ, ঘরের ভিতর যাও, আস্‌ছে বৎসর পাশ্ হবে দুঃখ কি।

বিন্ধ্য। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) ঠাকুর পো, তোমরা দশজনে আশী-র্ব্বাদ কর এই শোয়া যেন আমার শেষ শোয়া হয় যেন এমুখ লোককে আর না দেখাতে হয়।

[প্রস্থান।

তারা। (কানাইলালের প্রতি) এসো দাদা, আমার ওখানে এসো, এখানে বসে অনর্থক মন খারাপ করার চেয়ে আমার ওখানে কথা বার্ত্তায় অনেক ভুলে থাক্‌তে পারবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভেলুলগোর—রামদাস শর্ম্মার শয়ন ঘরের দাওয়া।

রামমণি ও কিশোরীমোহন আসীন।

কিশো। দেখলেন মা, বড়মানুষের মেয়ে বে করা আর হাতি পোষা সমান। এই জন্যে আমি বে করতে সম্মত হইনি কেবল আপনারা জেদ করে আমার বে দিলেন। তারা সর্ব্বসমেত তিনশত টাকা খরচ দিইছিল, যাতায়াত ইত্যাদিতে ১৫০ টাকা ব্যয় হয়ে ১৫০ টাকা মাত্র অবশিষ্ট আছে কিন্তু বের কনের সঙ্গে যে দুইজন আর-দালি, দুইজন চাকরাণী, একজন সরকার পাঠিয়েছে যদি এই গুলিকে আর ৫।৭ দিন পুষ্‌তে হয়, তাহলে ঐ ১৫০ টাকা বাদে আমাকে দেনায় ডুব্‌তে হবে। এরপর দ্বিরাগমন আছে, বাবুস্ত্রীর সেবার খরচ আছে, আমি যে কোথা হতে কি করবো ভেবে অস্থির হচ্চি।

রাম। জীব দিয়েছে যে, আহার দেবে সে, সে জন্যে তুমি কাতর হয়োনা ধন। ঘরবসতের সময় সত্যি সত্যি কি তোমার চাকরী হবে না? অবশ্যই হবে, আসছে বচোর যদি পাশ করতে পার লাটসাহেব ডেকে নিয়ে গিয়ে ভাল কর্ম্ম করে দেবেন সে জন্যে এত ভাবচো কেন যাদু? বোদে কৈবর্ত্ত আমাকে সদায় বলে, “মা ঠাকরুণ, সার্থক ছেলে পেটে ধরেচো ওহতে কালে আমাদের ভেলু-লগোর কলকেতা হবে।” দেখ দেখি বাছা, তোমার গুণ যখন চাসা-ভূসোয় পর্য্যন্ত শুনেছে, তখন সত্যি সত্যি কি আর লাট সাহেবের

কাণে উঠেনি ? দেখ বাবা, তারা যেমন কম গয়না দিয়েচে ৪।৫ দিন মেয়ে আটক করে রাখি।

কিশো। (করযোড়ে) মা আপনার পায়ে পড়ি অমন কাজ করবেন না, তাহলে আমি ফেরার হবো—চালের খড় কগাচি পর্য্যন্ত থাকবে না।

রাম। কিশোরী, বাবা তোর যত অলক্ষণে কথা, আজ কাল মেয়ে আটকানো পদ্ধতি হয়েচে, আমি গরিব বলে যদি না আটকাই ভদ্রসমাজে বড় নিন্দা হবে। গয়না আর দেবেনা জানি, তবু তোর ভালোর জন্যে আয় পয় যাতে হয় কর্‌তেই হবে এতে যথা সর্ব্বস্ব যায় যাক।

কিশো। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) এই বার আমার দফা রফা।

রাম। এস ধন রাত হয়েচে ভাত খাওসে।

[একদিক দিয়া রামমণি ও কিশোরীমোহনের প্রস্থান। অপরদিক দিয়া নগেন্দ্রবালার প্রবেশ।]

নগে। ও মা! যাই যে, গরমিতে প্রাণটা ছট ফট কর্‌চে। লক্ষ্মী-ছাড়া পাড়াগাঁয়ে কি যতদেশের ধুলো এসে জড়ো হয়েচে, গায়ে হাত দেবার যো নেই খিচ খিচ্ করচে দেখ! হতভাগা দেশের মত বন কোন রাজ্যে দেখিনি—চোর ডাকাত বেশ লুকিয়ে থাক্‌তে পারে, যে অলঙ্কার গায়ে দিয়ে এসেছি হয়তো ডাকাতের হাতে অপমৃত্যু ঘটবে, নয়তো মেটে ঘরে আগুণ লেগে বেগুণ ছেচ্‌কী হবো। "ওয়াক্" আতেলা তরকারিগুলো খেয়ে গা বমি বমি করে মলাম্ "ওয়াক্" ও ঝি! ঝি! মাগী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুমুচ্চে দেখ "ওয়াক্"।

(ঝির প্রবেশ।)

ঝি। কি হয়েছে?

নগে। গা বমি বমি করচে, তুই একটু জল আন এদের ঘরেতো

আর গোলাপজল নেই। মাগী তরকারি গুলোতে একটু তেল নুন দেয় না—ও মা! যাই যে "ওয়াক" তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন যানা?

(ঝির প্রস্থান ও জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

ঝি। এই নেও?

নগে। (সরোদনে) এ যে ঘোলা জল একি মুখে দেওয়া যায়, এদের ঘরে জলো দুদ আছে তাই একটু আন মুখে দিয়ে বাঁচি "ওয়াক্" ওমা প্রাণ যায় যে "ওয়াক্"

[ঝির প্রস্থান।

পিতঃ—

বালিকা নন্দিনী তব এত অপরাধ
কি করেছে সাধ তাই তার সনে বাদ।
ঘর বর দেখে লোকে দিয়ে থাকে বিয়ে,
একেবারে ভুলে গেলে পাশ্‌করা পেয়ে?
তনয়া পিতার বড় আদরের ধন,
মোর প্রতি এ তোমার ব্যাভার কেমন?

(ঝি, রামমণি ও কিশোরী মোহনের প্রবেশ।)

রাম। ওমা, তোমার কি হয়েচে মা?

নগে। পেট কামড়াচ্চে।

রাম। কেন? পেট কামড়াচ্চে কেন?

ঝি। পেট কামড়ানোর দোষ কি ও সেখানে বাদাম পেস্তা খেতো. তোমরা কেবল শশা কলা খাওয়াচ্চো। ও সেখানে বিষকুট, পাঁউরুটী না হলে জল খেতো না, তোমরা কেবল পাড়াগেঁয়ে সন্দেশ খেতে দিচ্চো।

রাম। বিষকুট, পাঁউরুটী কোথা পাব বাছা ? ওঁর বাপ তো সব দেখে শুনেই দিয়েচেন। হ্যাঁ মা, ঢুদ চাচ্চো খাবে ?

নগে। ও জলোদুদ কি খাওয়া যায়, কুলকুচো কর্‌বো। তোমা-দের ঘরে লেমোনেড আছে ?

রাম। চল বাছা ঘরে চল, কালই তোমায় পাঠিয়ে দেবো।

নগে। ও গোয়ালঘরে কি টঁ্যাকা যায় একটাও জানালা নেই।

রাম। দ্যাখো মা, তোমার প্রতি কথায় আমার শরীরে যেন ত্রিশূলের খোচা লাগচে, বড় মানষের মেয়েরা যে এমন হয় আগে জান্তেম না, এর চেয়ে আমার ছেলের চিরকাল আইবড় থাকা ভাল ছিল। দ্যাখ মা, বিয়ে যদি ফেরাবার হতো আজই ফেরত দিতাম কি কর্‌বো হাত নেই। তোমায় নিয়ে এ কাটামোয় যত সুখী হব বেশ দেখতে পাচ্চি। কি কর্‌বো অদৃষ্টের ফল আর কপালের লিখন খণ্ডাবার নয়। (নগেন্দ্রবালার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) আর হিমে থেকে কষ্ট দিওনা আজ রাতটে কোন প্রকারে চোক কাণ বুজে কাটাও ভোর হলেই পাঠিয়ে দেব।

(নগেন্দ্রবালার হস্তধারণ পূর্ব্বক রামমণি ও ঝির গৃহ প্রবেশ।)

কিশো। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) উঃ! এই আমার যৌবনের প্রারম্ভ, আমাকে যে, কতকাল এ জগতে এরূপ সহধর্ম্মিণী সহ সহবাস সুখ সম্ভোগ কর্‌তে হবে বল্‌তে পারিনে। হায়! আজ হতে আমি চিরদুঃখে নিমগ্ন হলাম,—আজ হতে আমি অবিবাহিত অবস্থার বিমল আনন্দে বঞ্চিত হলাম। ভরসা করি আমায় দেখে আমার দৃষ্টান্ত দেখে, আমার ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তি এলেই হউন, আর বিএই হউন বা এমেই হউন, যেন বড় মানুষের মেয়ে বে না করেন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বারাণসী—হরিদাসের শয়নঘর।)

হরিদাস আসীন।

হরি। শ্বশুরবাড়ী থাকা আর পোষায় না। চার পাঁচ মাস বসে খাচ্ছি আর দু একমাস থাক্‌লে স্ত্রীর পর্য্যন্ত অভক্তি হতে পারে। তেরাত্র শ্বশুর বাড়ীতে বাস করা নিষেধ আমার দেখ্‌তে দেখ্‌তে চার পাঁচ মাস হলো। আমি যে শ্বশুর বাড়ীতে আছি পেটের জন্য নহে কর্ম্মের জন্য, এরূপ থাকাতে ততো দোষ নেই, লোকেও সচরাচর থেকে থাকে। অনেকের পরামর্শেই এখানে এলাম, সকলেই বল্লে "পশ্চিম যাও দেশে কাজ কর্ম্মের সুবিধা কর্‌তে পার্‌বে না সেখানে যত হস্তীমূর্খ গিয়ে বেশ দশটাকা আনছে, তুমি পাশ্‌করা অনায়াসেই পসার করতে পারবে।" লোকের পরামর্শে এলাম বটে, কিন্তু এসে দেখি সর্ব্বত্রই চাকরীর বাজার এক। গেজেট দেখে যে দরখাস্ত কর্‌বো তার যো নেই, সকল্ বেটাই পাঁচ টাকাতে এ, লে, পাশ চায়। আর কিছু দিন দেখি তারাপ্রসন্ন বাবু আমাকে টেলিগ্রাফে কর্ম্ম করে দেন ভাল নচেৎ ঘরের ছেলে ঘরে যাব। টেলিগ্রাফ লাইনটেতে বেস্ মোটা মাইনে আছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন শিক্ষিত লোক প্রবেশ করেনি, আমি একটা পাশ আছি সাহেব সুবোর সহিত যদি পোট কর্‌তে পারি ভবিষ্যতে উন্নতি হতে পারবে।

(ইন্দুবালার প্রবেশ।)

তুমি রোদে রোদে এত ছুটোছুটি কর্‌চো কেন? বাপের বাড়ীর দেশ বলে কি সমস্ত দিনটে পথে পথেই কাটাতে হয়।

ইন্দু। বেড়াব নাতো ঘরে বসে কি কর্‌বো?

হরি। কেন, ঘরে কি কাজ নেই—ভুগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ-গুলোতো মুখস্থ কর্‌লে চলে, কি কথার মানে গুলোতো জেনে নিলে হয়, এরপর জিজ্ঞাসা কর্‌লে একটী কথাও বল্‌তে পার্‌বে না।

ইন্দু। ভূগোল, ব্যাকরণ পড়ে কি হবে বলতো ?

হরি। কি হবে জানিনে,—ভূশোদিন বলচি আগামী বাসন্তী পঞ্চমী তিথীতে মাঠের আটচালায় নশীবাবুর যত্নে "সস্ত্রীক সংমিলনী" সভার অধিবেশন হবে, সে সভাতে বক্তৃতাও করতে পারবে না, কোন কথা বল্‌তেও পার্‌বে না।

ইন্দু। মেয়ে মানুষে সভায় গিয়ে বক্তৃতা করে কস্মিন কালেও শুনিনি।

হরি। শুনতে হবে, তোমরা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় রুদ্ধ থাকাতেইতো দেশের এত অমঙ্গল ঘটচে, ইংলণ্ডের যে এত উন্নতি শুদ্ধ কেবল স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য।

ইন্দু। তা যেন হলো, আমরা সভাতে গিয়ে কি করবো ?

হরি। তোমাদের কিছু করতে হবে না, সভার মূল উদ্দেশ্য কি জান—তোমার যেমন আমার বন্ধু বান্ধবকে প্রায়ই দেখতে ইচ্ছা হয় এবং ফাকপেলে জানালা খড়খড়ি দিয়ে দেখতেও ছাড়ো না, আমার বন্ধুগণের তেমনি তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে কিন্তু সামাজিক দোষে দেখবার যো নাই। নশী বাবু এই কষ্ট দেখে আদা জল খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেচেন যে, যে প্রকারে হউক তোমাদিগকে স্বাধীন করবেন।

ইন্দু। নশীরাম তোমাদের দলের চাঁই ?

হরি। চাঁই কি ?

ইন্দু। হেড ?

হরি। হ্যাঁ, কেন ?

ইন্দু। (হাস্য পূর্ব্বক) তোমরা বোকা তাই তার নষ্টামী বুঝতে পার নি।

হরি। কিসে ?

ইন্দু। এ আর বুঝতে পার না, ওর নিজের বে হয় নি ইচ্ছে কোন প্রকারে পরের বৌ ঝির সঙ্গে আমোদ করে কাটায়।

হরি। না, না, নশী বাবু সেরকম প্রকৃতির লোক নন ওঁর একান্ত ইচ্ছে নূতন কীর্ত্তি প্রকাশ করে অমর হন, আর আমাদিগেরও ইচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে থেকে কেষ্টো বেষ্টোর মধ্যে গণ্য হই।

ইন্দু। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! নশী কি তবে আর মরবে না, ওত তবে হনুমান হলো ?

হরি। হা, হা, হা, অমর মানে তা নয়, অর্থাৎ ওর নাম বঙ্গদেশে চিরপ্রসিদ্ধ হইল সকল স্ত্রী লোকেই বলবে আহা! নশীবাবুর জন্যে আমরা উড়ে বাঁচলাম।

ইন্দু। নশীবাবু নূতন কীর্ত্তি ছরকুটে অমর হবেন কিন্তু বুড়োদের এড়ালেতো ?

হরি। রাত্রি এগারটার সময় সভা বসবে কে আর টের পারে।

ইন্দু। যদি টের পায় নশীরামের কাঁচা মাথা কিন্তু ফেরত যাবে না। মরুকগে তার ভাগ্যে যা আছে হবে, আমি কিন্তু প্রাণ থাকৃতে তোমাকে যুদ্ধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হতে দেব না, নিজেরতো কথাই নেই।

হরি। ও সব ফাজিল কথা রাখ, তুমি যাবে কিনা বলো ?

ইন্দু। কখন না।

হরি। দেখা যাবে আমি স্বামী আমার কথা রাখ কিনা। এখন বই এনে মানে টানে বলে নেও।

ইন্দু। তোমার কেমন পড়ান বাই হয়েছে, কিন্তু মেয়ে মান্‌ষে পড়ে কি করবে বলতো, তুমি এত পড়ে একটা পাশ করে বড় সব করলে।

হরি। তুমি চাকরী করবে বলে যে পড়াচ্চি তা নয়—

ইন্দু। তবে কেন ?—বলোনা, তবে কেন ?

হরি। পড়াচ্চি—

ইন্দু। বল ?

হরি। আজ কাল চাকরীর যেরূপ অবস্থা যদি য়্যাণ্ডেমান, সিংহল কি মাল্‌টায় আমার কর্ম্ম হয় সেখানে তোমার পত্র না পেলে

মারা যাব। অতএব তুমি যদি যৎসামান্য শিখেও মধ্যে মধ্যে আমাকে দু এক ছত্র লিখ্‌তে পার সেখানি বক্ষে ধারণ করে অনেক তৃপ্তি লাভ করতে পারবো—

ইন্দু। (হস্ত দ্বারা হরিদাসের মুখ চাপিয়া) আমার মাথা খাও ও রকম বলে কষ্ট দিওনা, আমি পড়চি। (পুস্তক গ্রহণে উদ্যত)

নেপথ্যে। ও ইন্দু, মেয়েকে দুদ দিয়ে যা, বড়ো কাঁদচে।

ইন্দু। দেখ দেখি পড়বো না দুদ দেব ?

[প্রস্থান।

হরি। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) আজ গেজেট আস্‌বে দেখিগে কর্ম্ম টর্ম্ম খালি আছে কি না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—কিশোরীমোহনের শয়নঘরের বারেণ্ডা।

(কিশোরীমোহনের প্রবেশ।)

কিশো। (উপবেশনান্তে) উঃ! কি ভয়ানক স্বপ্নই দেখ্‌লাম স্বপ্নের কথা মনে কচ্চি আর হৃৎকম্প হচ্চে।—আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌বো না, এই মুহূর্ত্তেই বাড়ী যাই। (চিন্তা) বাড়ী গিয়ে কি বল্‌বো?—কি করে এমুখ দেখাবো? সকলেই মনে করবে শ্বশুর বাড়ী ভাল খেতে পরতে পেয়ে মা বাপকে ভুলে ছিল, আমি যথার্থ বল্লে তারাতো বিশ্বাস কর্‌বে না। বিবাহের পর এরা আমাকে পড়াব বলে এনে কলেজে ভর্ত্তিকরে দেয়, কিন্তু বেতন যথাসময়ে দিত না, দিলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ে কখন চাট্টি ভাত পাইনি, অর্দ্ধেকদিন অনাহারে কলেজ করি, শেষে অসহ্য হওয়ায় ছেড়ে দিই। এখানে আমার সুখও যথেষ্ঠ, শালারা বরং চাকর বাকরের সঙ্গে হেসে কথা কয় কিন্তু আমাকে কখন ডেকে সুধায় না। আমার বাটীর মধ্যে প্রবেশও একপ্রকার নিষেধ, বাহিরের এই ঘরটী শয়ন, ভোজন, উপবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ঘরে এমন বিছানা পত্র নাই যে বন্ধু বান্ধব এলে বস্‌তে দিই অনেক সময়ে পাপোস পেতে দিয়ে মান রক্ষা হয়েচে। এই স্থানেই রাঁদ্‌নী মাগী দুবেলা চাট্টি চাট্টি ভাত দিয়ে যায়, কম হলে আর চাই কি না জিজ্ঞাসা করে না। জলখাবার এসে পর্য্যন্ত কখন পেইচি কিনা স্মরণ হয় না। দুদ বিবাহের পূর্ব্বে আমার পরিবারের যা ছিল তাই আছে এক্ষণে দুজনকে ভাগ করে দেয়। এই সব কষ্ট অসহ্য হওয়ায় মধ্যে বাড়ী যাবার উদ্যোগ কচ্চি এমন সময়ে কালেক্-

টরিতে কর্ম্ম হলো, মাস কাচ্রে বাড়ীতে খরচ পাঠাব, না পরিবার কাছে এসে "এদেও, ওদেও, বৌদের আছে আমার না থাকায় চোরের মত আছি, এখন বড় হইচি বাপ মার কাছে চাইতে লজ্জা হয়, তুমি না দিলে দেবে কে, কার কাছেই বা চাব" বলে, সব টাকা কটী কেড়ে নিত, আমি ওর মুখ পানে চেয়ে মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধের ন্যায় না কি হুঁ একটী কথাও বল্‌তে সাহসী হতাম না। এই প্রকারে এক পয়সাও বাটীতে খরচ পাঠান হয় নি। হায়! আজ কি স্বপ্নই দেখ-লাম্! কেন আমি পাড়া গাঁয়ে স্কুল মাষ্টারি করে,—কেন আমি পিতার শিষ্য সেবক নিয়ে দশ কর্ম্ম করে তাঁদের সুখী কল্লাম না, আজ যে আমার পরিতাপে বুক ফেটে যায়! স্বপ্নে দেখলাম—বাবার আমার কেঁদে কেঁদে চক্ষু গেছে, মার আমার হাতে নো পরণে বস্ত্র নাই। মা কাঁদচেন "এ মাগ্গীর বাজারে চলবে কি করে, কিশোরী যারে পেটে ধরলাম, নিজে না খেয়ে মানুষ করলাম সে কি না পরের হলো! বাবা বলচেন "সে কুলাঙ্গারের নাম আর করোনা ভাব সে মরে গেছে।" তাই শুনে মা বলচেন "ছি! ওকি কথা, সে সুখে থাক,—রাজাহক এই আশীর্ব্বাদ কর, কিশোরী আমার যে খানে যে অবস্থায় থাক্ তোমায় আমায় ছেড়েতো অন্যকে বাপ মা বলে পরিচয় দিতে পারবে না। যদি বল যে ছেলে হতে বাপ মা সুখী না হলো সে ছেলে থাকায় কি প্রয়োজন? তাতে বলি বিধাতার দোষ আর আমাদের কপালের দোষ, বাছার আমার দোষ কি? এই রকম কত কথাই হলো মনে আন্‌তে পার্চ্চিনে। তারপর স্বপ্নে আরো যা দেখলাম উঃ। কি ভয়ানক! আর থাক্‌তে পারি নে (গাত্রোত্থান) আহা! আজ যদি পাখী হতাম—পক্ষপেতাম এই মুহূর্ত্তে উড়ে যেতাম। (পরিক্রমণ) মাকে গিয়ে কি বল্‌বো? (চিন্তা) পাধরে কেবল কাঁদবো আর কি বল্‌বো—তাতেও কি মার দয়া হবে না? পুত্র বলে ক্ষমা কর্‌বেন না? যাই যাবার সময় প্রিয়াকে একবার বলে যাই (কয়েক পদ গমন এবং চিন্তা) না, আর বলবো

না, এখন আর সে মুখ দেখ্‌বো না, কি জানি পাছে এমুখ দেখে সে মুখ দৃষ্টিপাত করিয়া। পরিবার গেলে আবার হয়, কিন্তু মা বাপ গেলে আর হবে না।

[প্রস্থান।

(নগেন্দ্রবালার প্রবেশ।)

নগে। কোথায় গেলেন!—কেন গেলেন! (উপবেশনান্তে) না, আমি স্বপ্নে এইরূপ খেয়াল দেখচি। তবে আকাশ, নক্ষত্র, এতস্পষ্ট দেখা যাচ্চে কেন? (চিন্তা) স্বপ্নেও এরূপ দেখা যায়। (চক্ষু রগড়াইয়া) না, এ আমার স্বপ্ন নয় (সরোদনে) তবে কি সত্য সত্যই নাথ আমাকে ফেলে গেচেন? (চিন্তা) না, তা হবে না, আমি তাঁর পদেপদে অপরাধিনী কিন্তু তাঁর মনতো কঠিন নয়। (গৃহাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) ছাতা, জুতো, ব্যাগ এসবতো কিছুই নেই! আর দেখতে হবে না নিঃসন্দেহ আমার কপাল পুড়েছে—নিঃসন্দেহ নাথ আমাকে ফেলে পালিয়েচেন। (সরোদনে) প্রাণেশ্বর!—হৃদয়বল্লভ! আমার পূর্ব্ব অপরাধ কি এ পর্য্যন্ত মনে রেখে দগ্ধ হচ্ছিলে? এতদিন কি মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে রেখে অবসর মত উপদেশ দিয়ে চলে গেলে? বালিকা বয়সে তোমার মার মনে যে কষ্ট দিইছিলাম তার দণ্ড কি দাসীর ভাগ্যে এতদিনের পর ঘটলো? তা বেশ হয়েছে, উপযুক্তই সাজা পেইছি কিন্তু নাথ, যাবার সময় বলে গেলে না কেন? তুমি যদি মুখে দুটো তিরস্কার করে—দুটো কটু কথা বলে যেতে এতো জ্বলতে হতো না। উঃ! আজ আমার আর একটী মোহস্বপ্ন ভঙ্গ হলো-আজ আমি মনে বড় ব্যথা পেলাম, আপনার কাছে আপনি লজ্জিত হলাম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আমি নাথের মাহিনার টাকা গুলি সব নিতাম, বাটীতে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার জন্যে হয়তো কত-দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে নিরাশ্বাস হয়ে ফিরে এসেছেন, হয়তো আমার জন্যে তাঁরা অনাহারে মারা গেচেন! হা ধিক্! আমায় ধিক!

আমার ন্যায় চণ্ডালীর বেঁচে সুখ কি? আহা! নাথ যে আমাকে কত উপদেশ দিতেন, কেন তাঁর উপদেশ শুনলেম না, কেন তাঁর উপদেশ মত কাজ কর্‌লাম না আর আমার জীবনে সুখ কি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)

(গাড়ু হস্তে তারাপ্রসন্নের প্রবেশ।)

তারা। পেটের অসুখে গেলাম, কত ওষুধ খাচ্চি কিছুতেই আর আরোগ্য হতে পারচিনে। ক্রমে সকল দেশই খারাপ হলো, যখন এই পশ্চিমে প্রথমে আসি আহা! কি ক্ষুধাই ছিল খেয়ে আর আশা মিটতো না, এখন সামান্য খেয়েও হজম কর্‌তে পারি নে। সে রকম চাল্, ঘি আর চকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, যেন ভূতে উপে নিয়ে গিয়েচে। (দূর হইতে নগেন্দ্রবালাকে দেখিয়া) কেও, কিশোরী? (স্বগত) কথা কয় না কেন? (নিকটে গমন) কে, নগেন! তুই এখানে বসে কেন? কিশোরী মোহন কোথায় রে? সভা টভায় যাইনিতো। (গৃহে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) তার ব্যাগ, ছাতা, জুতো কিছুই দেখচিনে রাগ করে যায়নি তো? কথা কনা—তুই কি তাকে কিছু বলেছিস? (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) তোদের জ্বালায় খুনো খুনি হতে ইচ্ছে করে। (উচ্চৈঃস্বরে) তুলশী ঘুমিয়েচো?

নেপথ্যে। আজ্ঞে না জেগে আছি।

তারা। একবার উঠে এসো। (চিন্তা)

(নগেন্দ্রবালার গৃহমধ্যে প্রবেশ।)

নগেন্দ্রবালা কি কিশোরীকে এমন কোন কথা বল্‌বে যাতে সে অভিমান করে চলে যাবে! না, ওতো তেমন মেয়ে নয়।—বোধ করি বাটীর অপর কেউবা কিছু বলেছে তাই রাগ করে গেচে, তা হলেই বা আমাকে না বলে গেল কেন?

(তুলশীরামের প্রবেশ।)

তুলশী। কি বল্‌চেন?

তারা। কিশোরী কোথায় গেছে জান?

তুলশী। আজ্ঞে, না।

তারা। বোধ করি সে রাগ করে চলে গেছে।

তুলশী। এমন কি হবে?

তারা। হ্যাঁ হে, মেয়েগুলো কি কম—গরিব বলে স্বামী মনে ধরে না। নচ্ছার বেটীরে এ ভাবে না ওর বাবা কি অবস্থা হতে কি হয়েছে। তুলশী, ওদের কপালে যদি সুখ থাকে ঐ স্বামী হতে কি হতে পারে না? আমিতো পাশকরা ছেলে ভিন্ন কাহারো বে দিইনি। তুলশী, তুমিতো জান—আমি সর্ব্বস্ব ব্যয় করে যেখানে পাশকরা ছেলে পেইচি তাকেই এনে জামাই করেচি—রূপ, গুণ, কুল, মান, বিষয়, বিভব সেদিকে একবারও তাকাইনি, মেয়েগুলোতো তা ভাব্‌বেনা, পাশকরাছেলে আন্‌তে যে কত খরচ হয় তাতো একবার মনে করবে না। পাশকরা ছেলে কি যার তার ভাগ্যে ঘটে, হ্যাঁ তুলশী, আমার পয়সা আছে বলেই না আন্‌তে পেরেছিলাম। সে কথা যাক, আমি যে কিশোরীকে অন্তরের সহিত ভাল বাস্‌তাম, আজ সে না বলে চলে যাওয়ায় চক্ষে যে জল এলো তুলশী। (চিন্তা)

তুলশী। (স্বগত) যতদিন কাছে ছিল ডেকে সুধান নি, এখন সরে গেছে আর ভালবাসা দেখান হচ্চে।

তারা। আহা! কিশোরীর আমার অশেষগুণ, অমন সুবোধ ছেলে আর হবে না। বাছা আমার কখন অসৎসঙ্গে মিস্‌তেন না, তুলশী তোমার কিছু অবিদিত নাই, যখন গ্রামের বয়াটে ছেলেরা সস্ত্রীক না কি সংমিলনী নামে একটা সভা করে রাজ্যের বৌ ঝিকে মাঠে নিয়ে যায়, তাতে ও বাড়ীর জামাই হরিদাস থাকায় তোমরা তাকে গাঁছাড়া করো, নশীরামের মাথা ফাটাও সে সভাতে কি কিশোরীমোহনকে যেতে দেখেচো? আজ আমি যত তার গুণের কথা মনে ভাব্‌চি ততো যে বুক ফেটে যাচ্চে তুলশী। আহা! আমি কখন তার ভাল কাপড়, ভাল পিরাণ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিনি

কথন তার থাওয়া পরার তত্ত্বাবধান লইনি,—জামাই আদর যে কাকে বলে কথন সে আমার নিকট প্রাপ্ত হয়নি সেই কারণেই বোধ করি রাগ করে গিয়েচে। তুলশী, তুমি নটার ট্রেনে গিয়ে আমার কিশোরী মোহনকে এনে দেও, জামায়ের যাযা করা উচিত আমি সকল রকম করে মনের সাধ মিটাই নচেৎ এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না। এবার তারে পেলে চোকে চোকে রাথবো আর যত্নের ধনে অযত্ন করবো না।

তুলশী। আপনি এত কাতর হচ্চেন কেন, যে প্রকারে হউক এনে দিতে পারলেইতো হলো।

তারা। হঁ্যা। আর শোন—নগেন্দ্রবালাকেও সঙ্গে করে রেথে এসো। বেয়ানকে আমার মিনতি জানিয়ে বলো—তাঁদের যা যোঠে তাই যেন থেতে, যা যোঠে তাই যেন পরতে দেন। একথাও বলো—এবার যদি নষ্টামী করে আর আমি মুথদর্শন করবো না, আনবার নাম পর্য্যন্তও করবো না। (যাইতে অগ্রসর)।

দ্রুতপদে কাঙ্গালী ও তৎপশ্চাৎ লাঠি হস্তে বৈবাহিকের প্রবেশ।

কাঙ্গা। (তারা প্রসন্নের পশ্চাতে অর্দ্ধ লুক্কায়িত হইয়া) দোহাই কর্ত্তা! আমাকে রক্ষা করুন। দোহাই আপনার, আমাকে রক্ষা করুন।

বৈবা। লক্ষীছাড়া, জুয়াচোর আজকের বাজারে আমার যে ক্ষতি করেচিস মেরে ফেল্লেও রাগ যাবে না।

তারা। (সবিস্ময়ে) কাণ্ডথানা কি!

কাঙ্গা। কর্ত্তা, ইনিই আমার নব বৈবাহিক, ইনিই প্রবঞ্চনা অপরাধে অপরাধী বলে আমার নামে নালিশ করেন, কিন্তু উকীল মোক্তাররা কেহই ওঁর মকর্দ্দামা লয়নি বরং হাকিম উল্টে ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করেচেন।

বৈবা। (লাঠি উঠাইয়া) তোকে কি আস্ত রাথবো মনে করে-

চিস ? তুই আজকের বাজারে আমার যে ক্ষতি করেচিস মেরে ফাঁসী গেলেও দুঃখ যাবে না। (মারিতে উদ্যত)।

কাঙ্গা। (সভয়ে) দোহাই কর্ত্তা রক্ষা করুন ?

তারা। (হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া) তুমি কেমন লোক হে !

কাঙ্গা। কি মহাশয়, আপনি বোধ করি সবিশেষ জানেন না, আজ কাল কি কায়েতের ঘরে ছেলে পাওয়া যায়, না সর্ব্বস্ব না দিলে কায়েতের মেয়ের বে হয় ? ওকে মেরে ফাঁসী যাবো, আমার পাশ্‌করা ছেলে ঠকিয়ে নিয়েচে (মারিতে উদ্যত)

কাঙ্গা। (সভয়ে) দোহাই কর্ত্তা ! দোহাই কর্ত্তা !

তারা
তুলশী } (হস্তদ্বারা রক্ষাপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) পুলিসম্যান ! পুলিসম্যান !

[কাঙ্গালী দত্তকে রক্ষা করিতে করিতে তারাপ্রসন্ন ও তুলশীর পশ্চাতে লাঠি দেখাইতে দেখাইতে বৈবাহিকের গমন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভেলুলগোর—রামদাস শর্ম্মার শয়নঘরের দাওয়া।

রামদাস শর্ম্মা আসীন।

রাম। (হাই তুলিয়া তুড়ি প্রদান পূর্ব্বক) আঃ ! বুড় হইচি না নোলাটাও বেড়েছে। ইচ্ছা করে ভাল মাচ, ঘনোদুদ আর পাঁচ রকম তরকারী দিয়ে ভাত খাই। আর রাত দিন এটুকু ও টুকু টুকটাক করে গালে ফেলি। সব গেল—শক্তি, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ, আশা, ভরসা সব গেল, কিন্তু এ নোলা আর গেল না। ছেলে হলো, ছেলে মানুষ হয়ে একটা পাশ্‌ করলে, আর অমনি আমি আশাতে কি হলাম

ভেবে নাচতে লাগলাম তেমনি এখন সাজাও পাচ্চি। আহা! তখন যদি দশ জনের পরামর্শে ছেলেটাকে ইংরেজী না শিখিয়ে নিজের দশ-কর্ম্ম শেখাই তা হলে এত কাঁদতে হয় না। শেখালাম শেখালাম সোনার লোভে যদি বড় মানষের ঘরে বে না দিতাম তা হলে এদশা হতোনা—বেনো জল ঢুকে আমার সাবেক জল পর্য্যন্ত টেনে নিতো না।

(রামমণির প্রবেশ।)

রামমণি। (রাম দাস শর্ম্মার গাত্রে হস্তার্পণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) শোন, এই বেলা তোমার হাতধরে পুকুর ধার থেকে হাত মুখ ধুইয়ে আনি। বেলা হলো আবার ভিক্ষা করতে বেরুবো। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) এ অধর্ম্ম যে কত কালে ভুগতে হবে বল্‌তে পারিনে।

রামদা। তা সত্য কিন্তু ব্রাহ্মণি বেশ জেনো আমি তোমাকে ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্চিনে, কপালের লিখন আর অদৃষ্ট!

রামমণি। তা আর একবার করে। দেখ—আজ যদি তুমি বর্ত্তমান না থাক্‌তে তা হলে এ জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াতাম।

রামদা। তা বটে, তা হলে কোন বড়মানষের বাড়ী ভাত রেঁধেও তোমার দিন যেতো।

রামমণি। ছিঃ! আমাকে এত নীচ ঠাঁউরোনা, নিজের পেটের জন্যে পরের দাসী হবো এ মনে ভেবো না?

রামদা। তবে কি করে জ্বালা যন্ত্রণায় হাত এড়াবে? তোমা-রতো ত্রিকুলে মাথা দেবার স্থান নেই ব্রাহ্মণি।

রামমণি। স্থান নেই, কেন যমের বাড়ী,—আত্মহত্যা কি এ দুঃখের চেয়ে—এ মনঃ কষ্টে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে ভাল নয়? এ হত-ভাগিনীর ন্যায় স্বামী পুত্র বর্ত্তমানে এমন চিরদুঃখিনী কে আছে বলতো? কোন্ স্ত্রীলোক আমার ন্যায় পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়ায়? এখন চলো, মুখ হাত ধুইয়ে আনি বেলা হলো আবার দ্বারে দ্বারে ফিরতে হবে।

রাম দা। আর আমি মুখ হাত ধোবো না।

রামমণি। ভিক্ষে করে এলে ধোবে ?—কথা কচ্চো না যে ? চট্‌ করে ফিরে আস্‌বো ?

রাম দা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ব্রাহ্মণি !

রামমণি। বল।

রাম দা। আমার একটী কথা রাখবে ?

রামমণি। কি বল।

রাম দা। তুমি আগে সত্য কর ?

রামমণি। তুমি বল না।

রাম দা। তুমি আর ভিক্ষা করতে যেওনা। এসো ঘরে বসে দুজনেই জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াই।

রামমণি। কেমন করে ?

রাম দা। ঐ যে বল্লে।

রামমণি। কি বল্লাম ?

রাম দা। "আত্মহত্যা।"

রামমণি। উঃ! কি সর্ব্বনাশ! ও কথা আর মুখে এনোনা।

রাম দা। তবে তুমি কেন আন্‌লে ?

রামমণি। মনের কষ্টে।

রাম দা। আমার কি মনঃকষ্ট কম ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

রামমণির গৃহমধ্যে প্রবেশ।

ব্রাহ্মনী বোধ করি ভিক্ষা করতে গেল। আহা! আমার জন্যে ও বড় কষ্টই পাচ্চে। ওর কষ্ট দূর হবার কি কোন উপায় নাই ? (চিন্তা) তা যদি থাক্‌বে আমার ন্যায় দরিদ্রের হাতে পড়বে কেন ? আর সহ্য হয় না এ যন্ত্রণার হাত এড়াই। (বালিসের তলা হইতে ছুরিকা গ্রহণ) কিশোরী, বিদ্যাশিখে—একটা পাশকরে শেষে কিনা পিতৃহত্যা পাপে লিপ্ত হলি। কিশোরী, এই আখ্যায়িকা-আমার এই দুঃখপূর্ণ আখ্যায়িকা যে শুনবে তারই অন্তরে চিরকালের মত অঙ্কিত থাক্‌বে এবং তোহতে পাশকরাছেলের প্রতি লোকের

অভক্তি জন্মাবে। না, আর না, আর আমি যাবার সময় তোর ন্যায় কুলাঙ্গারের নাম করবো না। যাই জন্মের মত পৃথিবী হতে বিদায় হই। আহা! ব্রাহ্মণি, তুমি আমার বড় সেবা শুশ্রূষা করেছ, অন্তিম কালে এই আশীর্ব্বাদ করি যেন তোমাকে আর এ দুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে না আসতে হয়। যদিই আস, যেন এ হতভাগ্যের ন্যায় স্বামী আর সে পাপিষ্টের ন্যায় পুত্র তোমার অদৃষ্টে না ঘটে। (গল-দেশে ছুরিকা প্রদানোদ্যত)।

রামমণির প্রবেশ।

রামমণি। (দ্রুত যাইয়া রামদাস শর্ম্মার হস্তধারণ পূর্ব্বক) আমার মাথা খাচ্চো! এখন জেলায় গিয়ে সাহেব সুবোর সুমুখে দাড়ান বাকী, সেইটে হলেই হয়।

রাম দা। (সচকিতে, ছুরিকা পরিত্যাগ করিয়া) অ্যাঁ! অ্যাঁ! তুমি এখানে! তুমি এখানে—

ব্যাগ হস্তে কিশোরীমোহনের প্রবেশ।

কিশো। মা, (সজল নয়নে ব্যাগ রাখিয়া) মা, বাবার হাতে অস্ত্র কেন? (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)।

রামমণি। (সরোদনে) কিশোরীমোহন, জিজ্ঞাসা করচো—"অস্ত্র কেন" এ কেনোর কি উত্তর দেব বাপ।—তোমার ন্যায় সোনারচাঁদ পুত্র বর্ত্তমানে আমার এই বেশ--এই ভিখারিনী বেশ-এই ভিখারিনী বেশ কেউ কি সহ্য করতে পারে? তাই যাদু, দুঃখে—মনের কষ্টে, তোমার উপর অভিমান করে আত্মহত্যা কচ্ছিলেন। যাক আর সে সব কথায় কাজ নেই, এখন একবার উঠ। প্রণাম করতে ভূমিষ্ট হয়ে আর উঠচোনা কেন? (হস্তধারণ পূর্ব্বক টানিতে টানিতে) উঠ, অনেকদিনের পর মুখখানি একবার প্রাণ ভরে দেখি।

কিশোরী। (স্বগত) হায়! কি পরিতাপ! এ নিদারুণ কথা শ্রবণের পূর্ব্বে আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হলোনা, আমার ন্যায় কুলাঙ্গারের আর জীবনে প্রয়োজন কি? হাঃ ধিক! আমাকে ধিক! আর আমি লোকালয়ে এ মুখ দেখাবো না। (প্রকাশ্যে সরোদনে) মা,

আপনার নিকট এই ভিক্ষা চাই আর আমাকে তুলতে চেষ্টা করবেন না, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম এই অবস্থাতে জীবন পরিত্যাগ করবো।

রামমণি। (সরোদনে) ছিঃ বাবা ও কথাকি বলতে আছে। ওঠ বাবা ওঠ।

রাম দা। ব্রাহ্মণি ও কার সঙ্গে কথা কচ্চো ?

রামমণি। (উচ্চৈঃস্বরে) কিশোরী মোহন এসেছে যে, তুমি এতক্ষণ গলার আওয়াজে টের পাওনি ?

রাম দা। আঁ কই ! কই ! একবার আমার কাছে বস্‌তে বলো গায়ে হাত দিয়ে দেখি।

কিশো। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া) বাবা, আমি এসেছি।

রামমণি। একটু চেঁচিয়ে বলো, এখন আর ভাল শুন্‌তে পান না।

(তুলশীরামের সহিত নগেন্দ্রবালার প্রবেশ।)

রামমণি
কিশোরী } সবিস্ময়ে অবলোকন।

তুলশী। বেয়ান্ আগে বেটা পেয়েচো, এই আবার বৌ নেও।

নগে। (রামমণির পদ ধারণ পূর্ব্বক) মা,—

রামমণি। ওকি মা, পা ছেড়ে দিয়ে কোলে এস মা—

নগে। মা,—

রামমণি। বল মা, কি বল্‌চো বল ?

নগে। (সরোদনে) আমি যে কথা কইতে লজ্জা পাচ্চি, আমার যে মুখ দেখাতে ঘৃণা হচ্চে, আমি যে কত অপরাধ করেছি, আমি যে কত মনঃকষ্ট দিইচি মা, আমার অপরাধ কি ক্ষমা করবেন—

রামমণি। ছিঃ ! বাছা, তুমি ছেলে মানুষ তোমার আবার অপরাধ কি ? তোমার আবার লজ্জাই বা কি ? তুমি যে আমার কত সাধের ধন, তুমি যে, আমার কিশোরী মোহনের বাড়া—

রাম দা। ব্রাহ্মণি, মেলা গলার আওয়াজ পাচ্চি, পুলিস এলো নাতো ?

তুলশী। (স্বগত) আহা! পুলিস এলোই বটে।

রামমণি। (উচ্চৈঃস্বরে) পুলিস আস্‌বে কেন ?

রাম দা। নিজ মুখে আর বল্‌বো, ঐ যে না বুঝে এক কাণ্ড কচ্ছিলাম।

রামমণি। না, না ভয় নেই। শোন—বৌ মা এলেন !!

রাম। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) আঁ! সত্য বল্‌চো ? এতো আমার স্বপ্ন নয় ? ব্রাহ্মণি, এমন সুখের দিনে চকে দেখ্‌তে পেলাম না এ দুঃখ আমারতো মলেও যাবে না। তুমি দুটীকে কাছে বসাও হাত দিয়ে দিয়ে দেখি।

রামদাস শর্ম্মার নিকট কিশোরী মোহন ও নগেন্দ্রবালার উপবেশন।

রামমণি। (উচ্চৈঃস্বরে) ঐ দেখ।

রাম দা। কই, (হস্ত দ্বারা অন্বেষণ করিতে করিতে নগেন্দ্রবালার গাত্রস্পর্শ হওয়ায়) এই আমার বৌ মা,—সাধের সামগ্রী, আদরের ধন। (পুনশ্চ অন্বেষণ করিতে করিতে কিশোরী মোহনের গাত্রস্পর্শ হওয়ায়) এই আমার কিশোরী, এই আমার বার্দ্ধক্যের সম্বল, ভবিষ্যতের আশা, দরিদ্রের ধন। (মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে) বাবা, এমনি করে কি ভুল্‌তে হয়, গরিব বাপ বলে কি এমনি করে ভুলতে হয়! আশীর্ব্বাদ করি ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করো আর তোমার ছেলে হয়ে যেন, এমন করে কষ্ট তোমাকে না দেয়। আমাকে কেহ এ আশীর্ব্বাদ করে নাই।

আনন্দ না ধরে মম হৃদয়েতে আর,
শত পুত্রবতী হ'ন বউমা আমার।
করোনা বিলম্ব আর শুনগো ব্রাহ্মণি,
গৃহে তোলো গৃহলক্ষ্মী দিয়ে হুলু ধ্বনি।
উৎসব আনন্দে আজ হইয়া মগন,
"পাশ করা ছেলে" লও করিয়া বরণ।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।